ভোট একত্রে আনার পথে ইসলামি দলগুলো, তবে মতপার্থক্য রয়ে গেছে



সংগৃহীত ছবি

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে ভোট ‘এক বাক্সে’ আনার বিষয়ে ইসলামি দলগুলো ঐকমত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে বলে দাবি করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির রেজাউল করিম। জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন, পিআর পদ্ধতির বাস্তবায়নসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হলেও জামায়াতে ইসলামী যুগপৎ আন্দোলন নিয়ে এখনো সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামি দলগুলোর ভোট ‘এক বাক্সে’ আনার প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম। সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পুরানা পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

রেজাউল করিম বলেন, “জুলাইয়ের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কিছু দাবি নিয়ে জোটবদ্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।” তিনি জানান, জুলাই সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন, পিআর পদ্ধতির বাস্তবায়ন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিতসহ পাঁচ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এ লক্ষ্যে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায়, ১৯ সেপ্টেম্বর বিভাগীয় শহরে এবং ২৬ সেপ্টেম্বর সারাদেশের জেলা-উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “সংস্কার ও বিচারকে উপেক্ষা করে নির্বাচনকে মুখ্য করা হচ্ছে, যা পুরানো বন্দোবস্তে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত।” সরকারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া না মিললে জোটবদ্ধ আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

অন্যদিকে, একই দিনে আলাদা সংবাদ সম্মেলনে জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের জানান, জামায়াতে ইসলামী এখনো যুগপৎ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে একই দাবিতে তারা ১৮, ১৯ ও ২৬ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে।

তিনি বলেন, “জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ছাড়া গণঅভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।” তাহের আরও উল্লেখ করেন, অনেক দল একই দাবিতে আন্দোলনে নামতে পারে, তবে সেটিকে এখনই যুগপৎ আন্দোলন বলা যাবে না। জুলাই সনদের চেতনায় বিশ্বাসী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনাও চলছে বলে জানান তিনি।